নগর সংবাদ

www.lged.gov.bd

নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৮ : সংখ্যা ৩০
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও কর্মশালা
- যানজট নিরসনের লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পের কাজ
- চাঁদপুরে ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর
- নেপাল সরকারের প্রতিনিধিদের কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিদর্শন
- গোপালগঞ্জে ইউপিপিআর প্রকল্পের গৃহায়ন অনুদান হস্তান্তর
- ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প পরিদর্শনে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার রিভিউ মিশন
- আদর্শ পৌরসভা হিসেবে ধনবাড়ী পৌরসভা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে
- বরগুনা পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
- 'দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আদর্শ নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন' টঙ্গী পৌরসভার অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রীর আহবান
- নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী
- মিউনিসিপ্যাল গভার্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট এর প্রস্তুতিপর্ব পরিদর্শনে বিশ্ব ব্যাংক মিশন

মহান বিজয় দিবসের ৪১ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরের মিলনায়তনে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী বিজয় মেলার সমাপনী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মা'ল আব্দুল মুহিত, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ. বি. তাজুল ইসলাম, এমপি। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কে. এম. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তাকসিম এ. খান উপস্থিত ছিলেন।

"মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন"

–স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত বিজয় মেলায় অর্থমন্ত্রী মুহিত

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২, মহান বিজয়ের ৪১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় এলজিইডি ভবনে স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত 'বিজয় থেকে বিজয়ে' শিরোনামে তিনদিনব্যাপী বিজয় মেলার সমাপনী আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মা'ল আব্দুল মুহিত, এমপি, বলেন, বাঙালীর জীবনে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান মন্দাবস্থা ও জলবায়ু বিপর্যয় সত্ত্বেও আমরা আমাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। এর পেছনে রয়েছে পল্লী উন্নয়নে সরকারের অব্যাহত প্রয়াস এবং এ প্রয়াসে এলজিইডির অবদান অনস্বীকার্য।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কে.এম. মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ.বি. তাজুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব তাকসিম এ খান ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর) এর প্রশাসক জনাব মোঃ মাহমুদ রেজা খান।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, বিগত ৩/৪ বছরে আমরা যা অর্জন করেছি তা কম নয়। জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িক হীনমন্যতার মতো অভিশাপ দূর করেছি। দারিদ্র্য বিমোচনে কিছুটা হলেও সাফল্য অর্জন করেছি। তিনি বলেন, আজ আমরা ৩ কোটি ৬০ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন করছি। দুর্ভিক্ষকে বিদায় দিয়েছি। মানুষ বস্ত্রের নিশ্চয়তা পেয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, যদিও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখনও কম নয়। তিনি আরও বলেন, জনস্বাস্থ্য খাতে ওআরটি কার্যক্রম সফল করে আমরা ডায়রিয়া জনিত অকাল মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ.বি. তাজুল ইসলাম, এমপি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। বর্তমান সরকারের কার্যকালে নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার দাবী জানান। পরবর্তী পৃষ্ঠা ২

সম্পাদকীয়

নগর পরিবেশ উন্নয়নে জলাধারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাগরিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন নতুন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে। ক্রমবর্ধমান এই নগর উন্নয়নে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণসহ পরিবেশগত অন্যান্য বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নদী, খাল, ডোবা, পুকুরসহ সকল প্রকার জলাধার যথাযথভাবে সংরক্ষণে এখনই পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে পরিবেশ বিপর্যয়সহ নগর অঞ্চলে স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদী পানি ও পয়:নিষ্কাশনে সমস্যা সৃষ্টি হবে। নগরায়ণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই পরিকল্পিত নগরায়ণে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে নগর এলাকার সকল জলাধার সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমন্বিত বাস্তবায়ন কৌশল অত্যন্ত জরুরী।

জলাধার সংরক্ষণে নদী/খাল দখলমুক্ত করে জলমহাল পুনঃখনন, দৃষ্টি নন্দন সেতু নির্মাণ, সংযোগ সড়ক, ফুটপাত নির্মাণ, বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা, নদীর পাড় সংরক্ষণ, পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে নগর উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে হবে। অপরদিকে সংযোগ সেতু ও ফুটপাত নির্মাণে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়, যা শহরের যানজট নিরসনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। নদী/ খালের পাড় ঘেঁসে সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে শুধু যোগাযোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে না, বরং অবৈধ দখলের হাত থেকে জলাধারকে সংরক্ষণ করে। ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একইভাবে বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সার্কুলার রোড ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যায়।

ধানমন্ডি লেক উন্নয়ন, গোপালগঞ্জের মরা মধুমতি নদী ও ঢাকার হাতির ঝিল প্রকল্পের সাফল্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল নগর এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নদী,খাল ও জলাধার পুনরুদ্ধারসহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ অপরিহার্য। ■

"মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন"

১ম পৃষ্ঠা পর

বিজয় দিবসের ৪১ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত বিজয় মেলার সমাপনী দিবসে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বর্তমান সরকার অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিগত চার বছরে এ জাতীয় ৭২টি প্রকল্প পাশ হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পেই বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সারা দেশে ১৩৬টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছে এলজিইডি। সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব কে. এম. মোজাম্মেল হক বলেন, দেশ গড়ার জন্য যখন কোনো সরকার একটি পরিকল্পনা বা রূপকল্প ঘোষণা করে তখন দেশের মানুষ সেটিকে তাদের একটি নতুন প্রত্যয় ও প্রত্যাশা বলে মনে করে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ সেই ধরনের একটি অঙ্গীকার।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত বিজয় মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উদ্বোধনী উৎসবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ■

সিআরডিপি প্রকল্পের উপ-প্রকল্প প্রণয়ন শীর্ষক কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম হতে) টিম লিডার, এমডিএস কনসালটেন্ট মিঃ পিটার ডস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ আহসান হাবিব, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সদর দপ্তরের মিঃ মিং ইয়ান ফান, টিম লিডার, এমসিডি, মিঃ ডেভিড এভারষ্টেইন।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন ও কর্মশালা

গত ০৩ থেকে ০৯ সেপ্টেম্বর এবং ২৭ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস (সিডা) যৌথ রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময়ে মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর কাজের অগ্রগতি এবং পরবর্তি করণীয় বিষয়ে পদক্ষেপ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এবং প্রকল্পে সুইডিস সিডার যৌথ অর্থায়নের খাত সমূহ চূড়ান্ত করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সদর দপ্তরের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশ্যালিস্ট, মিঃ মিং ইয়ান ফান যৌথ রিভিউ মিশনের মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার, এডিবি, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন, জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কেএফডব্লিউ, ঢাকা অফিস এবং মিঃ ডানিয়েল ক্লাসানডার, সুইডিস এম্ব্যাসী বাংলাদেশ, ঢাকা মিশনে অংশ নেন।

এছাড়া গত ২৮ নভেম্বর ২০১২ এলজিইডি সদর দপ্তরে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় উপ-প্রকল্প প্রণয়ন শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এর সভাপতিত্বে দিনব্যাপি এ কর্মশালায় প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ■

গত ১৮ নভেম্বর ২০১২ এলজিইডি'র সাথে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজে দু'টি প্যাকেজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক,এমপি, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, জনাব মোঃ নাজমুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা ও ঝু ইয়া, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।

যানজট নিরসনের লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পের কাজ

রাজধানী ঢাকায় যানজট এখন নিত্যদিনের চিত্র। শহরের অভ্যন্তরে স্বল্প দূরত্বে যেতেও ইদানিং ঘন্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকতে হয়। যানজটের ফলে জাতীয় অর্থনীতিও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিটি রোড ইন্টারসেকশন এবং রেলক্রসিংয়ে সারাক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, রয়েছে ভৌত অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা। একটি শহরে মোট আয়তনের ২৫% রাস্তা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ঢাকা শহরে আছে মাত্র ৮%। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড (ডিটিসিবি) ঢাকার কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনার (এসটিপি) উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এছাড়া, ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট বোর্ড ১৯৯৯ সালের সমীক্ষায় ঢাকা মহানগরীর ২০টি পয়েন্টে ফ্লাইওভার/ইন্টারসেকশন আন্ডারপাস, বাসস্ট্যান্ড, বাস টার্মিনাল, পার্কিং এরিয়া নির্মাণের প্রস্তাব করে। তারই ধারাবাহিকতায় কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট (কেএফএইডি) এর সহায়তায় মগবাজার-মৌচাক এলাকায় ফ্লাইওভারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ২০০৬ সালে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি দাখিলের মাধ্যমে ফ্লাইওভার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তৎকালীণ সরকার কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রদান না করায় বাস্তবায়নের কাজ পিছিয়ে যায়। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রস্তাবিত এসটিপি-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঢাকা শহরের অন্যান্য গণপরিবহণ প্রকল্প বিআরটি-২,বিআরটি-৩ সহ কুড়িল, বনানী, যাত্রাবাড়ী ও খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সাথে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির মাধ্যমে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ হাতে নেয়।

আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্যাকেজ নং- ডব্লিউ ০৪ (মগবাজার অংশ) এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সিমপ্লেক্স-নাভানা জয়েন্ট ভেঞ্চার, ২১২.২৫ কোটি টাকা এবং প্যাকেজ নং ডব্লিউ ০৬ (লিংক অংশ) এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এমসিসিসি (নং.৪)-সেল-ইউডিসি জয়েন্ট ভেঞ্চার, ১৯৯.৮৪ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যে নির্বাচন করা হয়। গত ১৮ নভেম্বর ২০১২ এলজিইডি'র সাথে দু'টি প্যাকেজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দুটির পক্ষে যথাক্রমে গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঝু ইয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময়ে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জনাব মোঃ নাজমুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪ (চার) লেন বিশিষ্ট ৮.২৫ কিলোমিটার ফ্লাইওভারটিতে তেজগাঁও সাতরাস্তা, এফডিসি, মগবাজার, ইস্কাটন, হলিফ্যামিলি হাসপাতাল, মগবাজার টিএ্যান্ডটি, রামপুরার চৌধুরীপাড়া, মালিবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও শান্তিনগর চৌরাস্তায় ওঠা ও নামার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্প ব্যয় মোট ৭৭২.৭০ কোটি টাকার মধ্যে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) ৩৭৫.২৪ কোটি টাকা এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট(ওএফআইডি) ১৯৬.৯৮ কোটি টাকার ঋণ ও বাংলাদেশ সরকারের ২০০.৪৭ কোটি টাকা।

ফ্লাইওভারটির কাজ সমাপ্ত হলে ঢাকা মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ অভিমুখে যানবাহন চলাচল সহজসাধ্য করাসহ ৮টি মোড় যথাক্রমে সাতরাস্তা, এফডিসি, মগবাজার, মৌচাক, শান্তিনগর, মালিবাগ, রামপুরার চৌধুরীপাড়া ও রমনা থানা মোড়ের যানজট নিরসন করবে এবং সকল প্রকার যানবাহন ২টি রেলক্রসিংয়ে (মগবাজার ও মালিবাগ) বিনাবাধায় (ননস্টপ) যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এ ফ্লাইওভারটির কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকাবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে।■

চাঁদপুরে ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর

গত ২ নভেম্বর ২০১২ এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর তেরেসা খো এবং বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এলেন গোল্ডস্টেইনসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, ইআরডি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিববৃন্দ চাঁদপুরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তারা চাঁদপুর পৌরসভায় ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন, মিশন রোড, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক, চাঁদপুর শহরের স্টেডিয়াম রোড, নির্মাণাধীন বহুতল পৌর সুপার মার্কেট ও পুরান বাজার রয়েজ রোডের লোহারপুল এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়া চাঁদপুর পৌরসভা কার্যালয়ও পরিদর্শন করেন। পৌর ভবনে আয়োজিত এক ব্রিফিং সভায় চাঁদপুর পৌরসভায় বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। পৌরসভার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে এ প্রকল্প কীভাবে কাজ করছে, এবং ইতোমধ্যে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে কয়েকজন স্বাবলম্বী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর তেরেসা খো, বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর এলেন গোল্ডস্টেইন, স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং ইআরডি সচিব, জনাব ইকবাল মাহমুদ। ব্রিফিং শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব নাছির উদ্দিন, মেয়র, চাঁদপুর পৌরসভা। উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে চাঁদপুর পৌরসভা বাংলাদেশের আদর্শ ও অনুকরণীয় পৌরসভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। চাঁদপুরের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র দেখে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং সচিববৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

গত ২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, ইআরডি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিববৃন্দ চাঁদপুর পৌরসভা পরিদর্শন কালে পৌর ভবনে আয়োজিত এক ব্রিফিং সভায় অংশ নেন।

নেপাল সরকারের প্রতিনিধিদের কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিদর্শন

গত ৩ নভেম্বর ২০১২ নেপাল সরকারের অর্থ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন পৌরসভার প্রতিনিধিদের কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিদর্শনকালে কুষ্টিয়া পৌরভবনে আয়োজিত অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় উভয় দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ।

গত ৩ নভেম্বর ২০১২ নেপাল সরকারের আর্থিক সহায়তায় অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারীসহ ১৮ জনের এক প্রতিনিধিদল কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া পৌরসভা ৪ নভেম্বর ২০১২ পৌর অডিটোরিয়ামে "কুষ্টিয়া পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক এক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করে। পৌর মেয়র জনাব আনোয়ার আলী বলেন, এই অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে। এছাড়াও এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিনিময় উভয় দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা পৌরসভার কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভায় কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের চিত্র উপস্থাপন করা হয়। মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভায় STIFPP-2, UPPRP ও UGIIP প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। মেয়র দারিদ্র্য নিরসনের মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষার কথা উল্লেখ করে স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রকল্প সহায়তায় গঠিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা এবং মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করার কাজ করে যাচ্ছি। বিশেষত দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, তাই তাদের কর্মক্ষম করে ক্ষমতায়ন করতে পারলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আরও বলেন, প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ল্যাট্রিন, ফুটপাত, ড্রেন, পানির লাইন ও ব্যাক-সাইড ড্রেনসহ যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল মেয়র, জনাব মতিয়ার রহমান মজনু, বিশ্ব ব্যাংক এর ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ডিভিশনের টিম লিডার জনাব আক্তারুজ্জামান। নেপাল প্রতিনিধি দলের পক্ষ হতে ফেডারেল এ্যাফেয়ারস্ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি এর জনাব প্রেম কুমার শ্রেষ্ঠা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সেকশন অফিসার জনাব দীনেস গুরাসেইন বক্তব্য রাখেন। এসময়ে অন্যান্যদের মধ্যে পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দ, নেপাল থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সিডিসির চেয়ারপার্সন, আরবান রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক প্রকৌশলী জনাব আলিমুজ্জামান টুটুল, জ্যোতি ডেভেলপমেন্ট এর নির্বাহী পরিচালক, সৈয়দা হাবিবাসহ কুষ্টিয়া পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ কুষ্টিয়া পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গৃহীত সকল উদ্যোগকে যুগোপযোগী ও অনুসরণযোগ্য বলে উল্লেখ করেন ■

গোপালগঞ্জে ইউপিপিআর প্রকল্পের গৃহায়ন অনুদান হস্তান্তর

গত ১৬ অক্টোবর'১২ গোপালগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইউপিপিআর প্রকল্পভুক্ত সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে গৃহায়ন অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়।

২০০৯ সালের অক্টোবর মাস। গোপালগঞ্জ পৌর এলাকার দক্ষিণ মৌলভীপাড়া ও ব্যাংক পাড়া সিডিসির অংশ বিশেষ সরকারের উন্নয়ন কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক উচ্ছেদ করা হয়। এতে দীর্ঘ ৩৫বৎসরের অধিক কাল ধরে বসবাসরত ৩৪৯টি পরিবার সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষদের উচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সিডিসি। ক্লাস্টার নেতারা উচ্ছেদকৃত মানুষদের সাথে আলোচনা করে তাদের পুনর্বাসন ও বাড়ী ঘর নির্মাণের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্ছেদকৃত মানুষ ও কমিউনিটি কমিটির নেতারা একটি কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন করে। ইউপিপিআরপি এই ফান্ড পরিচালনার জন্য কারিগরি জ্ঞান ও সহযোগিতা প্রদান করে। পাশাপাশি সিডিসি ও ক্লাস্টার নেতারা উচ্ছেদকৃত মানুষদের সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার মেয়র বরাবর পুনর্বাসনের দাবী করে আসছে।

জেলা প্রশাসন এই দাবীর প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট জমি বরাদ্দের আবেদন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব রোড সংলগ্ন মান্দারতলায় ৪.১৬ একর জমি বরাদ্দ দেন। এদিকে পৌর মেয়র উচ্ছেদকৃত ২০ জন কর্মকারকে পাঁচুড়িয়া পৌর মার্কেটে একটি করে দোকান বরাদ্দ দেন। এছাড়াও বিশ্ব রোড হতে মান্দারতলায় হাউজিং পুনর্বাসন এলাকার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেন। হাউজিং এলাকায় ইউপিপিআর প্রকল্পের সহায়তায় মাটি ভরাট ও বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজ এগুতে থাকলেও আর্থিক সংকটের কারণে এতদিন বাড়ী ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। বিগত ২০১১ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত এসিএইচআর এর আঞ্চলিক সভায় তিন জন ক্লাস্টার নেত্রী অংশগ্রহণ করেন। তারা সভায় পুনর্বাসন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে আর্থিক সাহায্যের আহবান জানান। এই আহবানের প্রেক্ষিতে আকা ও এসিএইচআর প্রতিনিধিরা পরবর্তীতে গোপালগঞ্জ পুনর্বাসন এলাকা পরিদর্শন করে আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। যার ফলশ্রুতিতে আকা ও এসিএইচআর প্রতিনিধিগণ কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কমিটির সভাপতির কাছে প্রাথমিক অনুদান হিসেবে ৩৫ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করে। এ উপলক্ষে ইউপিপিআরপি ও গোপালগঞ্জ পৌরসভা যৌথভাবে গত ১৬ অক্টোবর' ১২ জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে হাউজিং অনুদান হস্তান্তরের এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পৌরসভার কাউন্সিলর ও উচ্ছেদকৃত জনগণ অংশগ্রহণ করে। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে, জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি জনাব সুপ্তান চাকমা, ইউপিপিআর প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান, উপ প্রকল্প পরিচালক, জনাব নুরুল ইসলাম, ন্যাশনাল প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জনাব আজহার আলী, জনাব মোঃ শরিফ উদ্দিন,নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, মায়ার না পেরিয়র, কনসালটেন্ট এবং আকা ও এসিএইচআর প্রতিনিধি থমাস খের কাউয়াস্ত লুংসান নাভ, ও টি থাই স্থপতি, ফিলিপাইনের স্থপতি, মিস মারিয়া লভার্স আর, ডোমিকো প্রাইস মে এবং ফিলিপাইন এর কমিউনিটি লিডার মিস রুবি ক্যাটোলোনিয়া উপস্থিত ছিলেন ।

অনেক দিন পর হলেও ক্ষতিগ্রস্তরা এই আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে পারবে যা গোপালগঞ্জ কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কমিটির একটি বিশেষ অর্জন। পাশপাশি এই অনুদান হস্তান্তরের মাধ্যমে কমিউনিটির সাথে আকা ও এসিএইচআর এর সেতু বন্ধন তৈরী হয়েছে, যা গোপালগঞ্জের কমিউনিটির সাফল্য বিশ্ব পরিসরে সফল সহভোগীদের জানানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ■

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্প পরিদর্শনে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার রিভিউ মিশন

গত ১০ থেকে ২৫ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পভুক্ত রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভার চলমান পূর্ত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। মিশন পৌরসভার মাঠ পর্যায়ের চলমান পূর্ত কাজের অগ্রগতি ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের কাজ পরিদর্শন করেন। এসময়ে তাঁরা কয়েকটি বিশেষ টিএলসিসি সভায় অংশগ্রহণ করে টিএলসিসি সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এডিবি ঢাকা বিআরএম এর সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কেএফডব্লিউ, জনাব রিনা সেন গুপ্তা, জেন্ডার স্পেশ্যালিস্ট, এডিবি বিআরএম, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক ইউজিআইআইপি-২, সুরাইয়া জেবিন, জেন্ডার স্পেশ্যালিস্ট, ইউজিআইআইপি-২সহ প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মিশনে অংশগ্রহণ করেন। মাঠ পরিদর্শন শেষে গত ২৬ নভেম্বর ২০১২ র‌্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। ■

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনের সময় নাটোর পৌরসভায় বিশেষ টিএলসিসি সভায় অংশ নেয়।

আদর্শ পৌরসভা হিসেবে ধনবাড়ী পৌরসভা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে

-ধনবাড়ী পৌরসভা ভিশনিং অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

ইউজিআইআইপি-২ এর তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভুক্ত টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী পৌরসভা ভিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে ধনবাড়ী পৌরসভাকে বাংলাদেশের একটি আদর্শ পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলা হবে: গত ১০ অক্টোবর ২০১২ ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পে নতুন অন্তর্ভুক্ত পৌরসভার মধ্যে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী পৌরসভা ভিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এ আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরো বলেন, ধনবাড়ী পৌরসভা টাঙ্গাইল জেলা সদরের অদূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ, পানি, সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। তিনি আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ধনবাড়ী পৌরসভাকে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, জনাব খন্দকার মনজুরুল ইসলাম তপন, মেয়র, ধনবাড়ী পৌরসভা। এসময়ে অন্যান্যদের মধ্যে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ময়মনসিংহসহ প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প দেশের ৩৫টি পৌরসভা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৯ সালে। বর্তমানে প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পারফরমেন্স বেইজড এ প্রকল্পটির সাফল্যের কারনে চলতি বছরে ১৬টি পৌরসভাকে নতুন করে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১২ নতুন অন্তর্ভুক্ত পৌরসভার মধ্যে নোয়াখালী জেলার বসুরহাট পৌরসভায় প্রারম্ভিক কর্মশালার মধ্যদিয়ে ইউজিআইআইপি-২ এর তৃতীয় ধাপের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে নতুন অন্তর্ভুক্ত সকল পৌরসভায় পৌর ভিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ■

বরগুনা পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় গত ৬ অক্টোবর ২০১২ বরগুনা পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ, বরগুনা পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় জলবায়ু পরিবর্তন, দূর্যোগ, পরিবেশ রক্ষা, কৃষিজমি সংরক্ষণ, শিল্পের বিকাশ ও পরিকল্পিত উন্নয়ন বিষয়গুলো বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। বিশেষত অত্র অঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারণ, উন্নত সেবা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা, স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ, শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহায়ন, সড়ক অবকাঠামো, বাণিজ্য প্রসার, পয়ঃব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, চিত্তবিনোদন ও অন্যান্য অবকাঠামো সম্পর্কিত যুগোপযোগী সেবাসমূহ প্রদানের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদী একটি সামগ্রিক উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়। একই সাথে বরগুনা পৌরসভার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচির উপর একটি স্বচ্ছ ধারণাও প্রদান করা হয়। বর্তমান মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম শক্তিশালী দিক হলো মেধা-শ্রম ও প্রযুক্তি প্রয়োগে নির্ভুলভাবে জিআইএস নির্ভর তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুতকরণ, বেইজ ম্যাপ তৈরী ও অংশীদারগণের অংশগ্রহণ। এই মহা পরিকল্পনা প্রণয়নে মৌজা ম্যাপকে ভিত্তি করে পৌরসভার সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট স্থাপনার তথ্য-উপাত্ত সহকারে মানচিত্র তৈরী ও ডিজিটাল তথ্য ব্যাংক নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বরগুনা পৌরসভার পরিবেশগত অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বরগুনা পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর আয়োজিত চূড়ান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন, এ্যাডভোকেট ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু.এমপি

বরগুনা পৌরসভার মেয়র জনাব শাহাদাত হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব এ্যাডঃ ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভু, সংসদ সদস্য, বরগুনা - ০১, বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আনিচুর রহমান, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি বরগুনা, জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, অতিরিক্ত কমিশনার, বরগুনা উপস্থিত ছিলেন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, পৌর মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এলজিইডি প্রতিনিধি, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি, সমাজকর্মী এবং সর্বসাধারণ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও গত ১০ অক্টোবর ২০১২ কুড়িগ্রাম পৌরসভার জন্য প্রণীত ড্রাফ্‌ট মাস্টার প্ল্যান এর ওপর আরো একটি চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ■

গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ টঙ্গী পৌরসভায় ইউপিপিআর প্রকল্পের চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, এক দরিদ্র শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষা সহায়তা চেক তুলে দিচ্ছেন।

'দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আদর্শ নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন'

–টঙ্গী পৌরসভার অনুষ্ঠানে যোগাযোগ মন্ত্রীর আহবান

গত ২৪ নভেম্বর ২০১২ টঙ্গী টেলিফোন শিল্প সংস্থা মাঠে টঙ্গী পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক তহবিলের চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, বলেন, টঙ্গী পৌরসভায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে যে নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে তা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, ইউপিপিআর প্রকল্প দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের উন্নয়নসহ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা মূলত দেশের সার্বিক উন্নয়নের চিত্রকেই পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আদর্শ নিয়ে কাজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সাথে উপস্থিত সুবিধাভোগীদের ব্যবসায়ের জন্য প্রদানকৃত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহার করে আয়বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

টঙ্গী পৌরসভার মেয়র ও ইউপিপিআর প্রকল্পের টাউন স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপার্সন এ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এ্যাডভোকেট আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, সংসদ সদস্য গাজীপুর-১ ও সভাপতি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জনাব জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য, গাজীপুর-২ ও সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইউপিপিআর প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান।

বিশেষ অতিথি জনাব জাহিদ আহসান রাসেল, ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণের এই কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, এটি একটি সুপরিকল্পিত কার্যক্রম যা সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষ অতিথি এ্যাডভোকেট আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক, ইউপিপিআর প্রকল্প নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা উল্লেখ করে এই প্রকল্পের কার্যক্রম যেহেতু সুবিধাভোগীদের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় সে কারনে কাজের মান ভালো হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান তাঁর বক্তব্যে বস্তিবাসীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল সুযোগ সুবিধা ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে, তা যাতে দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারে সে জন্য বস্তিবাসীদের বসবাসের জমি তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান অতিথি ও সংসদ সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান এবং বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন।

টঙ্গী পৌরসভার মেয়র, টঙ্গী পৌরসভায় অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে টঙ্গী পৌরসভার ১২টি ওয়ার্ডের ১২ জন সুবিধাভোগীর নিকট আর্থ-সামাজিক তহবিলের চেক হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে ৩৪৮৭৩টি পরিবারের অন্তর্ভূক্ত ১৪১০০০ জন মানুষের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

টঙ্গী পৌরসভায় ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২ সাল পর্যন্ত বস্তি উন্নয়ন তহবিল থেকে মোট ১২.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২০১২ সালে বরাদ্দের পরিমাণ ৭.৯২ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত টাকায় ইতোমধ্যে ১৬৯৩ টি দুই কুয়া বিশিষ্ট ল্যাট্রিন, ১০৬৩৮ মিটার ফুটপাত, ৪৮৭৭ মিটার ড্রেন ও স্লাব, ৬৫টি গভীর নলকূপ, ৮টি অগভীর নলকূপ, ১০৫টি পানি সরবরাহ স্থান, ৯৩টি গোসলখানা, ৮১৬টি উন্নত চুলা স্থাপন ও ২০টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন মেরামত করা হয়েছে। একই সাথে আর্থ-সামাজিক তহবিল বাবদ মোট ৯.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে শুধুমাত্র ২০১২ সালে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪.৫৮ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত টাকায় ইতোপূর্বে মোট ৪৬৮৬ জনকে ব্যবসায়ের জন্য থোক বরাদ্দ, ১৭০১ জনকে শিক্ষা সহায়তা, ৭০৭ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ১৬৩০ জনকে কৃষি সহায়তা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালে ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতায় টঙ্গী পৌরসভায় ৩৩২১ জন অতিদরিদ্র ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা, ৩৮২২ জন অতিদরিদ্র নারীদের মাঝে ব্যবসায়ের জন্য থোক অনুদান, ২২৬১ জন অতিদরিদ্র নারীদের মাঝে কৃষি থোক অনুদান ও ক্ষুদ্র কৃষি উপকরণ সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। ■

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী

গত ২২ নভেম্বর ২০১২ নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসুন্দা নদী পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

গত ২২ নভেম্বর ২০১২ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসুন্দা নদী (৩২ কিঃমিঃ) পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে গুরুদয়াল সরকারী কলেজ মাঠে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নরসুন্দা নদী পুনঃখনন প্রকল্পটি তাঁর মরহুম পিতা বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্বপ্ন ছিল যা দীর্ঘদিন পর আজ বাস্তবায়ন হতে চলেছে। তিনি আরো বলেন, এটা শুধু তাঁর পিতার একার স্বপ্ন নয়, সমগ্র কিশোরগঞ্জবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবী। এলজিইডি'র মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান প্রকৌশলীর আন্তরিক সহায়তার জন্য কিশোরগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে তিনি প্রধান প্রকৌশলীকে কৃতজ্ঞতা জানান। পাশপাশি এলাকার সর্বস্তরের জনগণের নিকট প্রকল্পটির সুষ্ঠ বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও সফলতা কামনা করেন। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার সমগ্র বাংলাদেশে উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জ জেলায় এ ধরনের একটি প্রকল্পের কাজ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে নরসুন্দা নদী পুনঃখনন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬৩.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন, ৪টি দৃষ্টিনন্দন ব্রীজ, নদীর পাড়ে ৬ কিঃমিঃ ফুটপাথ, ২০ কিঃমিঃ রাস্তা, ৮টি ঘাটসহ ১টি পার্ক নির্মাণ করা হবে।■

মিউনিসিপ্যাল গাভ্যার্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট এর প্রস্তুতিপর্ব পরিদর্শনে বিশ্ব ব্যাংক মিশন

মিউনিসিপ্যাল গাভ্যার্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট প্রস্তুতকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের মিশন বাংলাদেশে সফরকালে এলজিইডিতে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এ সময় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্প এর ফলো-অন হিসেবে "মিউনিসিপ্যাল গাভ্যার্ন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MGSP)" প্রস্তুতকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের একটি মিশন গত ০২ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১২ সময়কালে বাংলাদেশ সফর করে। মিসেস শেনহুয়া ওয়াং (টাস্ক টিম লিডার) মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিঃ মিং ঝাং (সেক্টর ম্যানেজার, নগর ও পানি) এক পর্যায়ে মিশনের সাথে যোগদান করেন। এছাড়া কোরিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান সেটেলমেন্টস (কেআরআইএইচএস) এর ভাইস ডিরেক্টর ড. জিনচেওল জো এর নেতৃত্বে আরো একটি প্রতিনিধিদল মিশনের সাথে যোগদান করে। মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, বাংলাদেশ আরবান ইনস্টিটিউট, বিএমডিএফ এবং এলজিইডি'র কর্মকর্তাগণের সংগে মতবিনিময় করে। সফরকালে তারা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনও পরিদর্শন করে এবং মাননীয় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভিসহ কর্পোরেশনের কর্মকর্তাগণের সংগে এক আলোচনায় অংশ নেন। বিশ্ব ব্যাংক মিশন ও বাংলাদেশ সরকার বর্ণিত এমজিএসপি দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করে।■

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল - ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত